P. 1 950
1959

ছায়ারূপার নবতম অর্ঘ্য !!

## ❀ আধুনিকা ❀

পরিচালনা—বিনয় ব্যানার্জ্জি

সঙ্গীত—কমল দাশগুপ্ত

—বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমন্বয়ে প্রস্তুতির পথে—

❀ ❀ ❀ ❀

রূপকলা পিক্‌চার্সের

রহস্য-রোমাঞ্চ ও প্রণয়মুখর হিন্দী নিবেদন !!

## ❀ উল্টাপাল্টা ❀

পরিচালনা ঃ রূপ. কে. শোরী

( এক থী লেড়কী ও এক দো তিন খ্যাত )

❀ ❀ ❀ ❀

—মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকখানি হিন্দী চিত্র—

ভোঁমরা ঃ ( সায়গল, মণিকা দেশাই) ⊕ ফুজিলামা ঃ (মনোরমা, রাজেন হাকসার)
৪০ বাবা এক চোর ঃ ( কামিনী, বলরাজ ) ⊕ বিজয়গড় ঃ ( শ্যামকুমার, কৃষ্ণাকুমারী )
আজমায়েশ ঃ ( বাবুরাও, প্রকাশ শান্তা ) ⊕ জমানে কী হাওয়া ঃ ( মমতাজ শান্তি, প্রাণ )
বালো ঃ ( পাঞ্জাবী চিত্র ঃ মদনপুরী, শকুন্তলা ) ❀ আকাশ ঃ ( নাদিরা, বলরাজ )
রিফিউজী ঃ ( বাংলা চিত্র ঃ তুলসী, কবিতা, নৃপতি ) ⊕ লঙ্কাদাহন ঃ ( রঞ্জনা, সপ্রু, পারো ) ⊕ বিশ্বামিত্র ঃ ( সপ্রু, শীলা নায়ক )

—একমাত্র পরিবেশক—

ভ্যারাইটি ফিল্মস্ এক্সচেঞ্জ

১৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

ভ্যারাইটি ফিল্মস্ এক্সচেঞ্জএর পক্ষে শ্রীধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক ১৭নং চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীকালীচরণ পাল কর্ত্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

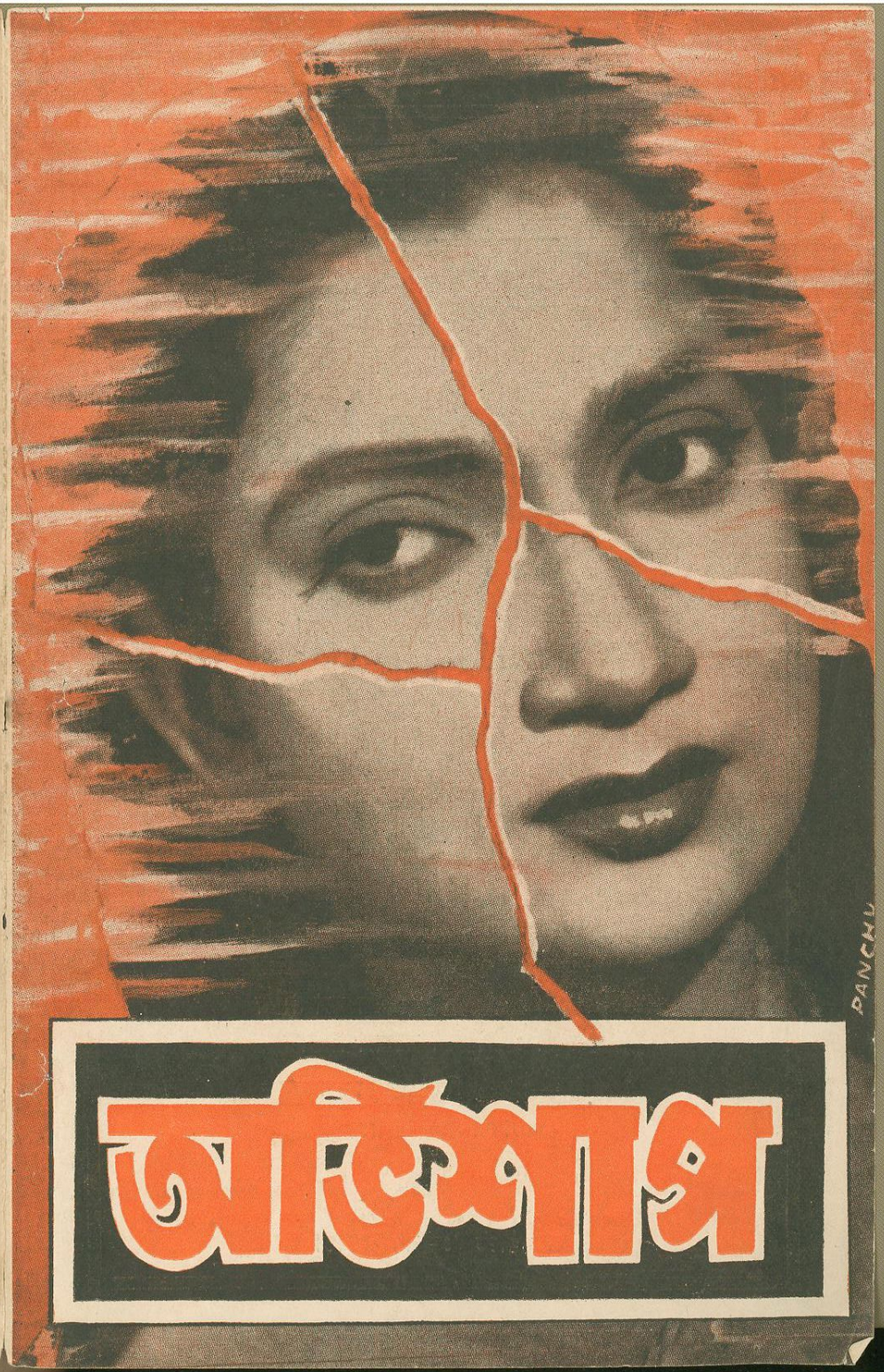

দেবেনবাবু ভেঙ্গে পড়লেন অনিমার এই অর্থহীন ব্যর্থতায়। আঘাত পেল ছোটবোন দীপ্তি—সুনীলও কম ব্যথা পেল না বৌদির প্রতি দাদার এই নির্ম্মম উদাসীনতায়। প্রতিবাদ নিয়ে গেল দাদার কাছে—কোন সাড়াই সে পেল না। তখন অনিলের মত শিক্ষিত তরুণ, জীবনের সঙ্গী করেছে মদ আর মত্ততার ঘৃণ্য জ্বালাকে···

কালচক্রে শিখাকে আশ্রয় নিতে দেখা গেল বীরেন নামে একজন সামাজিক মুখোস পরা অসামাজিক শয়তানের হাতে। যে পশুর মত—সমাজের অসহায় মেয়েদের হস্তগত করে চিরদিন ঘৃণ্য চরিত্রের খেলাই খেলে এসেছে···আজ তার জীবনেও মনুষ্যত্বের সাড়া জাগলো···শিখার ছোট্ট একটি "দাদা" ডাকে। জানা গেল বীরেন অনাহারে ফুটপাতে তার মায়ের মৃত্যু ও একমাত্র ছোট বোন মান্তকে হারিয়েই হ'য়ে উঠেছে আজ অমানুষ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো শিখা—আর বীরেনও তার হারিয়ে যাওয়া জীবনকে ফিরে পেতে চাইলো শিখার ভিতর দিয়ে সহোদরার সস্নেহ উত্তাপে।

দিনের পর দিন অনশন আর আক্ষেপে অনিমা শয্যা নিয়েছে—এমন সময় হঠাৎ একদিন অনিল নিরুদ্দেশ হোল তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোতে···সে দুর্বার গতি স্ত্রীর প্রেম,—শ্বশুরের টাকা—ভায়ের প্রীতি কিছুতেই বাধা মানলো না। ওদিকে বৌদির মুমূর্ষু অবস্থা দেখে সুনীল ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো তার দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। সন্ধান সে পেল—কিন্তু অনিল তখন বদ্ধ মাতাল···আর শিখা তার জীবনের অপুরাণ সাকী। সুনীল শিখার কাছে ভিক্ষা চাইল শুধু একটিবার তার দাদাকে ফিরিয়ে দিতে···যার স্বামী সে, ইহলোক ত্যাগ করবার আগে শেষ বারের মত তাকে দেখতে চায়···অপরাধী অনিল কি তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান সত্যিই চেয়েছিল? আর শিখাই বা তার প্রেমাস্পদকে ফিরে পেয়ে আজ কোন পথ বেছে নেবে? অভিশাপের মধুর পরিসমাপ্তিই তার যোগ্য জবাব দেবে·····

## =গান=

( এক )

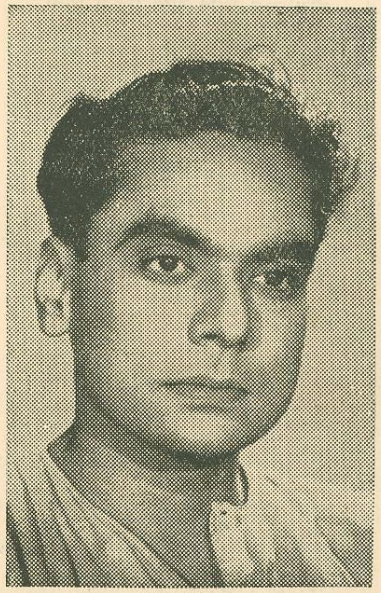

আমি ছল ছল চঞ্চল ঝর্ণা ধারায়,
গুন্‌গুন্ ভ্রমরের গুঞ্জরনে।
দখিনা মলয় আমি কুঞ্জ-শাখায়,
রাঙ্গা কুম্‌কুম্ আমি পলাশ বনে॥
আমি উচ্ছল তটিনীর ছন্দে,
সুরভিত শেফালীর গন্ধে;
মাতাল ফাগুন আমি পল্লব ছায়,
চকিত বিজলী আমি নীল গগনে॥
শ্রাবণ মেঘেতে আমি বরষা মুখর,
ঝর ঝর ধারা অবিরল,
চৈতালী বীথিকায় মধু মরমর;
পাতায় পাতায় আমি দিয়ে যাই দোল।
তোমার কামনাবনে আমি যে কবি,
স্মৃতির মুকুরে মোর তোমার ছবি;
চাঁদিমার হাসি ভরা মধু জোছনায়;
বাঁশীটি আমার জাগে তোমার গানে॥

—সুবল দত্ত।

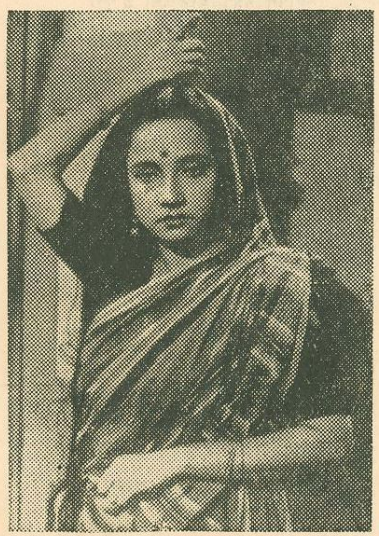

( দুই )

ছম্ ছম্ ছম্ বাজে পায়েলীয়া,
মুখে মারো না নয়নাকি বান
ও গোরা।
তোরি প্রীত্‌মে আয়ি বাহার
দিলকি ঝুলামে ঝুলে সারা জামানা।
বন্ বন্‌মে ঘুরে পায়েলীয়া,
চুম্‌তে হায় ফুলকে কঁলিয়া,
তন্ মন্ সে ছায়ি হ্যায় প্রীতম্‌কে
দিলকো তুক্‌গে ম্যায় কর কুরবান॥
মেরে রাহ তুম্, তুমহারি বহে হাম্
সরমত্তি হম্যার ম্যেরি জনম্
সরলা না না পিয়ারে
জিয়া ঘাবড়ানা না;
শুনাদে জরা মোহে মিলনকে গান॥

—সুবল দত্ত।

( তিন )

ভীরু চঞ্চল আঁখি বাণে দিওনা জ্বালা,
মধু উচ্ছল হাসিতে ভর পিয়ালা ॥
মেটেনি পিয়াসা প্রেমের দুরাশা,
বসন্তে গেঁথেছি গো কুসুম মালা ॥
মধুর আশে কত কে আসে,
মোর দীপখানি রয়েছে জ্বালা ॥
রাতের স্বপনে গোপন চরণে,
যৌবন মধুবনে ভর গো ডালা ॥

—সন্তোষ সেন।

( চার )

তোমার বিরহে ছল ছল আঁখি,
কাঁদিতে পারিনা তাও।
নিঠুর দেবতা এ বেদনা মোরে,
সহিতে শকতি দাও ॥
হেরিয়া রাতের চাঁদে,
রিক্ত হৃদয় কাঁদে,
অশ্রু মুছিয়া ভুলে থাকি ব্যথা লয়ে,
যদিবা দেখিতে পাও ॥
এ বুঝি গো মোর অভিশাপ হায়,
বুঝিবা নিয়তির দান।
বুকে লয়ে তাই মরুর পিয়াসা,
শুনাই মিলন তান ॥
নিভৃত হৃদয় তলে
কামনার শিখা জ্বলে,
অধরেতে তবু মিলনের হাসি,
পাবনাত জানি তাও ॥

—সুবল দত্ত।

( পাঁচ )

মন বলে ভুলে যাও,
ভুলে যাব ভাবি তাও,
এমনি নিয়তি হায়
পারি না ভুলিতে।
কাঁটা হয়ে পরিচয়,
বুকে যেন বিধে রয় ॥
আমি যেন ভীরু পাখী,
ঝড়ের আঁধারে,
অসহায় ব্যথা লয়ে,
কাঁদি আমি পথ পারে
দুটী পায়ে বাঁধা মোর,
অকরুণ লতা ডোর।
এমনি নিয়তি হায়
পারি না বলিতে ॥

—শ্যামল গুপ্ত।

( ছয় )

ওরে ও অবুঝ ওরে।
চোখের জলের সাগর গড়ে
করবি কি তুই বল ওরে ॥
জীবন মরণ ভাঙ্গানো দু'কূল
দুঃখ রাতের তিমির ঝড়ে ॥
অভিশাপের কাঁটায় ভরা ফুল,
তুলতে গিয়ে করলি যে তুই ভুল,
নিঠুর আঘাত ছিঁড়েই দিল
তোর বাসরের মিলন ডোরে ॥
এখন যে তুই ভালবাসার,
ভাঙ্গা তরী নিয়ে ;
কাঁদিস মিছেই একলা বসে,
সব কিছু তোর দিয়ে ॥
যা কিছু তোর ছিল মধুর ঠাঁই
ভুলের চিতায় পুড়ে হোল ছাই,
সব হারানো অকূল স্রোতে,
ভাসবি কেমন করে ॥

—কানু ঘোষ।

## পর্দ্দার অন্তরালে যাঁরা ছিলেন—

চিত্রশিল্পী : তারক দাস * শব্দধারণ : নৃপেন পাল
সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোঃ * শিল্প নির্দ্দেশক : গৌর পোদ্দার
নৃত্য পরিচালনা : পিটার গোমেশ * দৃশ্যশিল্পী : অনিল পাইন
রূপসজ্জা : গোষ্ঠ দাস * কর্ম্মসচিব : প্রতাপ মজুমদার

চিত্রায়ণে : **দিগেন ষ্টুডিও**

❀ ❀ ❀

—ঃ সহকারীগণ ঃ—

পরিচালনা : মনি মজুমদার ও বিজন চক্রবর্ত্তী
আলোকচিত্রে : কৃষ্ণ ধর, বৃন্দাবন, অমর পাল
শব্দধারণে : শশাঙ্ক বোস ও হুর্দ্দা
সঙ্গীতে : রবীন চট্টোপাধ্যায় ও মতিলাল দশমুখ
ব্যবস্থাপক : দ্বিজেন ভৌমিক
সম্পাদনা : অসিত মুখোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : বরেন দাস
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে : গোপাল, সতীশ, রাম, শৈলেন ও রামপদ
স্থিরচিত্রে : ফটো সার্ভিস

প্রচার সচিব : **ধীরেন মল্লিক**

❀ ❀ ❀

রাধা ফিল্মস্ ও টেক্‌নিসিয়ান্স্ ষ্টুডিওতে
আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত
এবং
ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

শ্যামলকুমার দত্তের প্রযোজনায়—

এস. পি. প্রডাকসন্সের

# অভিশাপ

রাজলক্ষ্মী পিকচার্সের পক্ষে—

**কুমার বি. সি. লালের নিবেদন—**

কাহিনী : **শ্রীমতি শেফালী দেবী**

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়**

অতিরিক্ত সংলাপ : **বিধায়ক ভট্টাচার্য্য**

—ঃ রূপ দিয়েছেন ঃ—

| | | |
|---|---|---|
| বিকাশ রায় | ⊕ | মঞ্জু দে |
| সমর রায় | ⊕ | শোভা সেন |
| পরেশ ব্যানার্জ্জি | ⊕ | রেবা বোস |
| গুরুদাস বন্দ্যোঃ | ⊕ | গীতশ্রী |
| কানু বন্দ্যোঃ | ⊕ | প্রীতিধারা |
| জহর রায় | ⊕ | জয়শ্রী সেন |
| অজিত চট্টোঃ | ⊕ | অমিতা বোস |
| শীতল বন্দ্যোঃ | ⊕ | ঊষা দেবী |
| সুনীল ঘোষ | ⊕ | রেখা ভৌমিক |
| দেবু | ⊕ | বিজলী সিংহ |
| বিশু | ⊕ | মনোরমা ( ছোট ) |

আরও অনেকে

পরিচালনা ও সম্পাদনা : **বিনয় ব্যানার্জ্জি**

সুরশিল্পী : **শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়**

—ঃ কণ্ঠ দিয়েছেন ঃ—

আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

গায়ত্রী বোস * শ্যামল মিত্র

সমীর কুমার * সন্ধ্যা দাস

যন্ত্র সঙ্গীতে : **ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা**

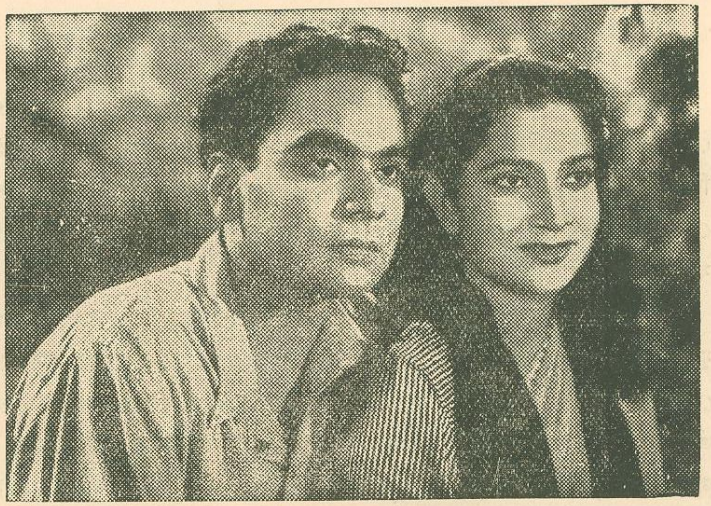

## —কাহিনী—

তরুণ প্রফেসর অনিল যেদিন অনিমাকে বিয়ে করে বাড়ী ফিরল—সেই-দিনই তার মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মাকে সুখী করবার জন্যই অনিলের এই বিবাহ—আরও খুসী হ'য়েছিল অনিলের ছোটভাই সুনীল। নিয়তির এই নিষ্ঠুর আঘাতে সব চেয়ে বেশী আহত হোল অনিল। মায়ের মৃত্যুই এর একমাত্র কারণ নয়—এর মূলে ছিল অনিমার বোন শিখার সঙ্গে অনিলের পূর্ব্ব প্রণয়। তাই এই শোচনীয় ঘটনার পরিশেষে অনিল ও শিখা দু'জনেই বেছে নিল নীরব চোখের জল।

অনিমার বাবা দেবেনবাবু যেদিন শিখার সঙ্গে বিবাহে অমত প্রকাশ করে অনিলকে জানালেন···শিখা তার পথে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে,—আড়াল থেকে দেবেন অনিলের এই গোপন কথা শিখার কাণে বজ্রের মত গিয়ে বাজলো····· তাই অনিল ও অনিমার বিবাহ-মুখর রাতে গভীর অন্ধকারের মধ্যে শিখা নিজেকে সঁপে দিলে দিকভ্রান্তের মত·····ঘর থেকে পথে·····

ওদিকে জীবনের অতৃপ্তির উচ্ছ্বাস ক্রমশঃই অনিলের মনকে বিষাক্ত করে তুললো। জীবনের সুরুচির পথ তার অরুচিতে ভরে উঠল। রূপে গুণে হয়তো অনিমার কোন ত্রুটিই ছিল না—তবুও স্বামীর মনে এতটুক ঠাঁই পাবার জন্য তার আকুল প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হ'য়ে গেল।—চোখের জল নিয়ে সুরু হোল তার সংসার জীবন। চিরাচরিত বাংলার বধুর মতই, প্রাচীন সে পন্থাকে।